যুগান্তর

জাবি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা, ছাত্রলীগের হামলায় আহত ৩৫

আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা রাতে তালা ভেঙে রাস্তায় নামল ছাত্রীরা * শিক্ষক সমিতির চার সদস্যের পদত্যাগ * ছাত্রলীগকে ভিসির বিশেষ ধন্যবাদ * হল ছাড়ার নির্দেশে বিপাকে শিক্ষার্থীরা * ছাত্রলীগ সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলনকারীদের আমার বাসভবনের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়েছে : ভিসি * হামলার সময় পুলিশের নীরব ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ

প্রকাশ : ০৬ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

জাবি প্রতিনিধি

জাবি ভিসির অপসারণ দাবিতে মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ছবি-যুগান্তর

ভিসি ফারজানা ইসলামের অপসারণ দাবিতে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ। এতে আহত হয়েছেন ছাত্র-শিক্ষকসহ ৩৫ জন। হামলার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

একই সঙ্গে বিকাল ৪টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও সিন্ডিকেটের সদস্য সচিব রহিমা কানিজ এ তথ্য দেন।

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং হল ছাড়ার ঘোষণায় চরম বিপাকে পড়েছেন আবাসিক শিক্ষার্থীরা। এদিকে প্রশাসনের এই সদ্ধান্তকে অযৌক্তিক ও ভিসির দুর্নীতি আড়ালের হাতিয়ার বলে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

তাদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরও যোগ দিতে দেখা গেছে। এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলায় কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছেন। ভিসির বাসভবনের সামনে হামলার ঘটনায় আহতদের মধ্যে শিক্ষক, ছাত্রী ও সাংবাদিকও আছেন।

আহত ১২ জনকে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ২০ জনকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ হামলার পর ভিসি অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে হলত্যাগের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে ছাত্রী হলের মেয়েরা গেটের তালা ভেঙে রাস্তা নেমে মিছিল করেন। রাত সাড়ে ১০টায় মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবনসংলগ্ন সড়কে গিয়ে শেষ হয়। রাত সাড়ে ১২টায় আন্দোলকারীরা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দিলে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরে যান।

জাবিতে ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বিক্ষোভ মিছিলও করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে।

আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির চারজন পদত্যাগ করেছেন। তারা হলেন- সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সোহেল রানা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন তুহিন, সদস্য অধ্যাপক মাহবুব কবির ও সদস্য অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তারা এ সিদ্ধান্ত নেন বলে জানান অধ্যাপক সোহেল রানা। ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’-এর মুখপাত্র অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আমাদের ওপর হামলা করে দুর্নীতি ঢাকতে এখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হল। এটা অযৌক্তিক। আমরা এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করছি। একই সঙ্গে হামলাকারীদের বিচার ও দুর্নীতিবাজ ভিসির অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন প্রত্যাহার করব না।’

হামলার নেতৃত্ব দেয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জুয়েল রানা বলেন, ‘আমরা শিবিরমুক্ত ক্যাম্পাস চাই। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে শিবিরের সংশ্লিষ্টতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল।

তাই আমরা তাদের হটিয়ে দিয়েছি। ভিসির বিরুদ্ধে আন্দোলন নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শিবিরকে আমরা ক্যাম্পাসে প্রশ্রয় দেব না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর প্রায় দুই মাস ধরে ভিসির অপসারণ দাবিতে আন্দোলন করছেন একদল শিক্ষক-শিক্ষার্থী।

এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে গত ১১ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখেন তারা।

সোমবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভিসির বাসভবন ঘেরাও করেন। ভিসিকে অপসারণ না করা পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা।

এ অবস্থায় মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ভিসিপন্থী শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একটি মৌন মিছিল নিয়ে ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন।

তারা আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের তুলে দিয়ে ভিসির বাসভবনে প্রবেশের চেষ্টা করেন। তবে আন্দোলনকারীদের বাধার মুখে তারা সফল হননি। ভিসির বাসভবনে ঢুকতে পারেননি। একপর্যায়ে তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, এর কিছুক্ষণ পর পরিবহন চত্বর থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. জুয়েল রানার নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল ভিসির বসভবনের দিকে রওনা হয়। ওই মিছিলে দুই শতাধিক নেতাকর্মী ছিলেন।

মিছিল থেকে ভিসিবিরোধী আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা হয়। প্রায় আধা ঘণ্টাব্যাপী চলা এ হামলার অন্তত ৩৫ জন আন্দোলনকারী আহত হয়। এছাড়া কর্তব্য পালনকালে চার সাংবাদিক মারধরের শিকার হয়।

আহতদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেলে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। এছাড়া উন্নত চিকিৎসার জন্য ২০ জনকে সাভার এনাম মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেডিকেলের কর্তব্যরত ডা. মোজেজা জহুরা।

হামলার এক পর্যায়ে মিছিলকারীরা ভিসিবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের সেখান থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেরা অবস্থান নেন। এ সময় ভিসির বাসভবনের সামনে বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন ছিল।

কিন্তু তারা নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। আন্দোলনকারীরা তাদের কাছে বারবার সাহায্য চাইলেও তারা কোনো সাড়া দেয়নি বলে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ। এছাড়া ভিসিপন্থী শিক্ষকরা এ হামলার সময় উসকানি দেন বলেও অভিযোগ করেন তারা।

হামলার মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দীর্ঘ ১১ দিন পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও তার সমর্থক শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে নিজ কার্যালয়ে প্রবেশ করেন ভিসি অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। নতুন প্রশাসনিক ভবনের কাউন্সিল কক্ষে এসে ভিসি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় ভিসি বলেন, 'আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো হামলা হয়নি। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা সুশৃঙ্খলভাবে আন্দোলনকারীদের আমার বাসভবনের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়েছে। তার পক্ষের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিনি ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া ছাত্রলীগকে তিনি 'বিশেষ করে' ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'আমার সহকর্মী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সব ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রলীগের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কারণ তারা দায়িত্ব নিয়ে কাজটি করেছে। সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সবাই আমাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আন্দোলনকারীরা তিন মাস থেকে বিভিন্নভাবে বাধা দিচ্ছে। আমাদের চিন্তা করতে হবে কারা, কেন, কীভাবে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চায়। একটা মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে অসম্মান ও অপদস্থ করা হয়েছে।

কিন্তু এটা করা হয়েছে কোনো প্রমাণ ছাড়াই। যদি কোনো প্রমাণ থাকে, যদি প্রমাণ পায়, তাহলে যা বিচার হবে তা মেনে নেব। সংবাদমাধ্যমকে তারা (আন্দোলনকারীরা) অনবরত মিথ্যা তথ্য দিয়েছে, মিথ্যা বলেছে।

দেশের একটা জাগরণের সুযোগ এসেছে যে আমরা সত্য কথা বলার সুযোগ পাব কিনা। আজ মানুষের জেগে ওঠা আমরা দেখেছি।' পরে সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ছাত্রলীগের হামলায় আহত অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস সাংবাদিকদের বলেন, আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যৌক্তিক ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন করছিলাম।

ছাত্রলীগ এসে আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেছে। এতে আমাদের অনেক সহকর্মীসহ অসংখ্য শিক্ষার্থী আহত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের সহর্কর্মীদের (অধ্যাপক) সামনে ছাত্রলীগের ছেলেরা আমাদের মারধর করল, লাঞ্ছিত করল কিন্তু তারা শুধুই দর্শক সারিতে দাঁড়িয়ে উসকানি দিয়েছে।'

এদিকে সার্বিক পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ ঢাকা জেলা পুলিশের কাছে ৩০০ পুলিশ (নারীসহ) মোতায়েনের জন্য আবেদন জানান।

অপরদিকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় চরম বিপাকে পড়েছেন আবাসিক শিক্ষার্থীরা। দুই ঘণ্টা আগে হল ছাড়ার ঘোষণায় অনেক শিক্ষার্থী বিচলিত হয়ে পড়েন। আবার এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রীরা।

মেয়েদের হল থেকে তারা একটি মিছিল নিয়ে ছেলেদের কয়েকটি হল ঘুরে ভিসির বাসভবনের সামনে জড়ো হয়। সেখানে অবস্থানরত ভিসিপন্থী শিক্ষক, কর্মকর্তারা তাদের বাধা দেয়। পরে সেখানে অবস্থানরত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসে তাদের ওপর চড়াও হয়।

এ সময় উভয় পক্ষ বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে আবারও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এতে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত বিভিন্ন আবাসিক হল ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস ছেড়েছেন।

আর বাকিরা চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে হলেই অবস্থান করবেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

দ্রুত হল ছাড়ার সুবিধার্থে ক্যাম্পাসে তাৎক্ষণিকভাবে অতিরিক্ত গাড়ির ব্যবস্থা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্যাম্পাস ছেড়ে যাওয়া গাড়িগুলো আটকিয়ে দেয় আন্দোলনকারী।

ছাত্রলীগের হামলায় আহত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা হলেন- নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, মীর্জা তাসলিমা সুলতানা, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জামাল উদ্দিন রুনু, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক রায়হান রাইন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার হাসান মাহমুদসহ আরও কয়েকজন। মারধরে আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৪তম ব্যাচের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের মাহাথির মুহাম্মদ, দর্শন বিভাগের মারুফ মোজাম্মেল, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সাইমুম ইসলাম,

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের রাকিবুল ইসলাম রনি, ৪৮তম ব্যাচের ইংরেজি বিভাগের আলিফ মাহমুদ, অর্থনীতি বিভাগের উল্লাস, ৪৫তম ব্যাচের দর্শন বিভাগের রুদ্রনীল, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌমিক বাগচীর নাম জানা গেছে। সরকার ও রাজনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী মারিয়াম রশিদ ছন্দার পেটের নিচে লাথি দেয় এক ছাত্রলীগ কর্মী। এতে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বর্তমান সাভারের এনাম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

এছাড়া ৪৭তম ব্যাচের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সাউদা নামের দুই নারী শিক্ষার্থীকেও মারধর করতে দেখা গেছে। সংবাদ সংগ্রহের সময় হামলায় আহত সাংবাদিকরা হলেন- প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মাইদুল ইসলাম, বার্তা টোয়েন্টিফোর ডটকমের প্রতিনিধি রুদ্র আজাদ, বার্তাবাজারের প্রতিনিধি ইমরান হোসাইন, বাংলা লাইভ টোয়েন্টিফোরের প্রতিনিধি আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল।

ঢাবিতে বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ভিসির অপসারণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা।

বিক্ষোভ থেকে জাবি ভিসি ফারজানা ইসলামের অপসারণ ও হামলাকারীদের বিচার দাবি করেন তারা। মঙ্গলবার বিকাল ও সন্ধ্যায় বিক্ষোভ এবং মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। একই দাবিতে আজ দুপুর ১২টায় ক্যাম্পাসে ফের বিক্ষোভের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে সন্ধ্যায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে মশাল মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ডাকসু ভিপি নূরুল হক নূর বলেন, এমন কোনো আন্দোলন-সংগ্রাম নেই যেখানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়নি।

শাবিতে বিক্ষোভ : জাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকালে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রাবিতে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত ৪ : জাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা। এ সময় বিক্ষোভকারীদের মারধর ও লাঠিচার্জ করে পুলিশ।

রাবি প্রধান ফটকের সামনে অবরোধকালে পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়েছে চার শিক্ষার্থী।

হল গেটের তালা ভেঙে ছাত্রীদের মিছিল : আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে রাত সাড়ে ৯টার দিকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, প্রীতিলতা হল, সুফিয়া কামাল হল, জাহানারা ইমাম হল ও ফয়জুন্নেছা হলের গেট ভেঙে ছাত্রীরা মিছিল বের করেন।

তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে স্লোগান দেন। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবনসংলগ্ন সড়কে গিয়ে শেষ হয়। রাত সাড়ে ১২টার দিকে আন্দোলনকারীরা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দিলে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরে যান।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বেলা ১১টায় শহীদ মিনারে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল। ছাত্রীরা জানান, শিক্ষার্থীদের ওপর হওয়া ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানাই আমরা। একই সঙ্গে ভিসির অপসারণ দাবি করছি।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।